হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশন অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং- ৩২০/১৯৮৮

মোঃ বাবুল মিয়া ওরফে সিরাজউদ্দিন ও অন্যান্য

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারীত্রয়।

-বনাম-

রাষ্ট্র

------প্রতিবাদী।

এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত

---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারীত্রয় পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৩.০৮.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ, ১ম আদালত, ময়মনসিংহ কর্তৃক দায়রা মামলা নং ২২২/১৯৮৬ শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ০৫.০৬.১৯৮৮ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আসামী মোঃ বাবুল মিয়া ওরফে সিরাজউদ্দিন ও অন্যান্য-কে দন্ডবিধি ৩৯৫ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করে ৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং প্রত্যেককে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ৬(ছয়) মাস সশ্রম প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে সাজাপ্রাপ্ত-আসামী মোঃ বাবুল মিয়া ওরফে সিরাজউদ্দিন ও অন্যান্য ফৌজদারী কার্যবিধির ৪১০ ধারায় অত্র ফৌজদারী আপীল দাখিল করলে আপীলটি শুনানীর জন্য গ্রহন করা হয়।

আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত। অপরদিকে, রাষ্ট্র-বিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী আপীল দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সহকারী দায়রা জজ, ১ম আদালত, ময়মনসিংহ কর্তৃক দায়রা মামলা নং ২২২/১৯৮৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

০৫.০৬.১৯৮৮ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

''সরকার পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, অভিযোগকারী মোঃ আনোয়ার হোনের ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানায় হাজির হইয়া এই মর্মে এজাহার দায়ের করেন যে, তিনি গত ২৪.১-৮২ তারিখে ঢাকা হইতে তাহার নিজ বাড়ী ময়মনসিংহ আসার উদ্দেশ্যে অনুমান ১৬.০০ মিনিটের সময় ৮৫ নং আপ একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের ২৮৩৬ নং তৃতীয় শ্রেণী কামরায় আরোহন করেন। ঐ কামরায় অনুমান ৪০/৫০ জন যাত্রি ছিল। ট্রেনটি যথারীতি অনুমান ১৮.৩০ মিঃ সময় গফরগাঁ রেলওয়ে স্টেশন হইতে ছাড়ার পর ৭/৮ জন ডাকাত হঠাৎ করিয়া ডেগার বাহির করিয়া একজন বলিতেছে যে, '' সাবধান আমরা ডাকাত , যার যার কাছে যা আছে দিয়ে দে না দিলে মাইরা ফেলুম'' । এই কথার সঙ্গে সমস্ত ডাকাতগন যাত্রীদের নিকট হইতে মালামাল নগদ টাকা, স্বর্ণের অলংকার ইত্যাদি ছিনাইয়া নিতে থাকে এবং যাত্রীদের কেহ ডাকাতদেরকে স্বেচ্ছায় টাকা পয়সা ও জিনিষপত্র দিতে না চাহিলে সে ডাকাতগন যাত্রিদের আঘাত করে। অভিযোগকারীর নিকট হইতে নগদ ৪০০/- টাকা একাটি নীল রংয়ের মাফলার অনুমান ৭৫/= টাকা ২টি অফিসিয়াল সরকারী কাগজ ছিনাইয় নেয়। ডাকাতদের পরনে পেন্ট, লংগী শার্ট চাদর ও সাম্পার ছিল। তাহাদের বয়স অনুমান ২০ বৎসর হইতে ৩৫ বৎসর হইবে। অভিযোগকারী ও অন্যান্য যাত্রীগন ডাকাতদেরকে ট্রেনের আলোতে চিনিয়াছে। ডাকাতগন উক্ত ট্রেন কামরায় যাত্রীদের টাকা পয়সা এবং মালামাল সহ সর্বমোট অনুমান ১৪৭৫/= টাকার মালামাল ছিনাইয়া নিয়া ময়মনসিংহ আওটার সিগনদের নিকট নামিয়া পরে। উক্ত এজাহার প্রাপ্তির পর পুলিশ মামলা তদন্ত করিয়া ১৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ আইনের ৩৯৫/৩৯৭ ধারা মতে অভিগোগপত্র দাখিল করেন।

সকল আসামীগন পলাতক থাকায় তাহাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার কার্য্য শুরু হয়। আসামীদের বিরুদ্ধে বাঃদঃবিধি আইনের ৩১৫/৩৯৭ ধারা মতে অভিযোগ গঠন করা হয়।

<u>বিবেচ্য বিষয়ঃ</u>

সরকার পক্ষে মোট ৬ জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছে। আসামীদের মধ্যে খলিলুর রহমান, বাচ্চু মিয়া, সুলতান, আব্দুর রহমান ওরফে বেচু ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ডাকাতীর ঘটনার সহিত জড়িত থাকা মর্মে স্বীকারউক্তি করিয়াছে।

১নং সাক্ষী মোঃ আনোয়ার হোসেন এই মামলার অভিযোগকারী। তিনি তাহার মূল সাক্ষ্যতে বলেন যে, ২৪.১.৮২ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ছয়টার সময় ঘটনা ঐ সময় তিনি ঢাকা হইতে রেল গাড়ীতে ময়মনসিংহ তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আসিতেছিলেন। তাহার কামরায় অনুমান ৫০ জন লোক ছিল। গফরগাঁও

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হইতে ট্রেন ছাড়ার পর কিছু দুস্কৃতিকারী হাতে ডেগার সহ তাহাদের কামরায় ঢুকিয়া পরে। গাড়ী চলন্ত অবস্থায় ডাকাতরা ঘড়ি, অলংকার, টাকা পয়সা ইত্যাদি ডাকাতি করে। তাহার নিকট হইতে ডেগার দেখাইয়া মোট ৬০০/- টাকা নেয়। অনুমান ৯/১০ হাজার টাকার মত টাকা ও জিনিষ লন্ঠিত হয়। গাড়ী ময়মনসিংহ প্লেট ফরমে জি, আর, পি থানার সম্মুখে থামে। তিনি ঐ সকল ঘটনা বালিয়া থানায় এজাহার দেন। এজাহার রেকর্ডকারী দারোগা তাহাকে পাঠ করিয়া শুনানুর পরে তিনি শুদ্ধ স্বীকারে এজাহার তাহার নাম দস্তখত দেন। তিনি এজাহার ও তাহার দস্তখত নিদর্শন ১ ও ১(ক) প্রমান করেন। *২নং সাক্ষী মোঃ হায়দার আলী তিনি ৮.২.৮২ ইং তারিখে ময়মনসিংহে ১ ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আসামী খলিলুর রহমানের স্বীকারোক্তি রেকর্ড করেন। তিনি তাহার সাক্ষ্যতে বলেন যে, তিনি আইনের বিধান অনুযায়ী স্বীকারোক্তি রেকর্ড করেন। স্বীকারোক্তি রেকর্ড করিয়া তাহা পড়িয়া শুনানোর পরে আসামী খলিলুর রহমান তাহার সম্মুখে দস্তখত দিয়াছে। তিনিও উক্ত স্বীকারোক্তি ও তাহার দস্তখত, নিদর্শন ২/ক, প্রমান করেন।* *৩ নং সাক্ষী মোঃ আব্দুল জলিল সরকার। তিনি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। তিনি তাহার সাক্ষ্যতে বলেন যে, ২৪.১.৮২ ইং তারিখ তিনি তাহার পরিবার সহ ঢাকা হইতে একতা এক্সপ্রেস ট্রেনে ময়মনসিংহ আসিতেছিলেন। উক্ত এক্সপ্রস গাড়ী ৬/৩০ মিনিটের সময় গফরগাঁও হইতে ছাড়ার পর ১৫/১৬ জনলোক (ডাকাত) তাহাদের কামরায় উঠে। ডাকাতরা ডেগার ও অস্ত্র দেখাইয়া ১ টি হা ঘড়ি নিয়া যায় এবংতাহার স্ত্রীর রিকট হইতে ১।। দেড় ভরি ওজনের স্বর্ণের চুড়ি এবং কানের দুল নিয়া যায়। ঐ ট্রেনটি ময়মনসিংহের স্টেমন পৌছার আগে ডাকাতরা নামিয়া পরে। ১৮.২.৮৩ ইং তারিখে তিনি দারোগার নিকট জবানবন্দী করিয়াছেন বলিয়া তিনি উল্লেথ করেন।* *৪ নং সাক্ষী হাহার সাক্ষ্যতে বলেন যে, ২৪.১.৮২ তারিখে তিনি ঢাকা হইতে একতা একপ্রেক্স গাড়ী ময়মনসিংহ আসিতেছিলেন ৬/৬.৩০ টার সময় গফরগাঁও আসিয়া ট্রেনটি পৌছে। গফরগাঁও হইতে যখন ট্রেন ময়মনসিংহের দিকে ছাড়ে তখন কতিপয় ডাকাত গাড়ীতে উঠে ও ডাকাতি করে। ডাকাতরা তাহার নিকট হইতে ১টি ঘড়ি নেয়।* *৫নং সাক্ষী মোঃ লেরকমান মিয়া ৫.৫.৮২ ইং তারিখে তিনি ময়মনসিংহে একজন ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কর্মরত থাকাবস্থায় আসামী খেচু ওরফে আব্দুর রহমান ও সুলতানের স্বীকরোক্তি রেকর্ড করেন। তিনি তাহার সাক্ষ্যতে বলেন যে তিনি আইন অনুযায়ী সমস্ত নিয়ম কানুন মান্যক্রমে স্বীকার উক্তি রেকর্ড করিয়াছেন। তিনি আসামী আব্দুর রহমান ওরফে খেচুর স্বীকারোক্তি ও উহাতে তাহার দস্তখত নিদর্শন ৩ ও ৩/ক প্রমান করেন। তিনি আসামী সুলতারেন*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		স্বীকারোক্তি এবং উহাতে তাহার দস্তখত, নিদর্শন ৪ ও ৪/ক প্রমান করেন। তিনি ৩.৩.৮২ তারিখে ময়মনসিংহের ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এ,কে, দাস কর্তৃক আসামী খেচু মিয়া ওরফে খেচুর স্বীকারোক্তি ও উহাতে ম্যাজিস্ট্রেট এ,কে দাসের দস্তখত নিদর্শন ৫ ও ৫/ক প্রমান করেন। *৬নং সাক্ষী আবু জাবেদ মোঃ নুরুল আমিন চৌধুরী অত্র মোকদ্দমার তদন্তকারী অফিসার । তিনি তাহার সাক্ষ্যতে বলেন ১৯৮২ সনে তিনি ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানায় এস. আই হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি তাহার সাক্ষ্যতে বলেন যে, অত্র মামলার এজাহার তাহার সহকর্মী সাব ইন্সক্টার আবুল কালাম রেকর্ড করিয়াছেন। তিনি তাহার সাক্ষাতে বলেন যে তিনি মামলার তদন্তকারী ভার গ্রহন করেন। তিনি তাহার সাক্ষাতে আরও বলেন যে এস, আই বিধান চন্দ্র রায় এই মামলার কোন সাক্ষী গ্রহন করেন নাই। কেবল যাও অভিযোগপত্র দাখিল করিয়াছেন বর্তমান এস. আই , বিধান চন্দ্র রায়, কোথায় কর্মরত আছেন তাহা তিনি যানে না বলিয়া তাহা সাক্ষ্যতে উল্লেখ করেন।* *নিদর্শন চিহ্ন ২ আসামী খলিলুর রহমান কর্তৃক ২১.১.৮২ তারিখে ময়মনসিংহ এর ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ হায়দার আলীর নিকট ২৪.১.৮২ তারিখে ডাকাতির সংগে জড়িত মর্মে দোষ স্বীকারোক্তি। উক্ত স্বীকারোক্তি হইতে দেখা যায় যে, আসামী খলিলুর রহমানএর সংগে আসামী খেচু , হেলাল, বাটুল, মুন্না , বাচ্চু ও জুলফিকার, রুহুল আমিন, সুলতান ও আরও অজ্ঞাত কয়েক জন উল্লেখিত একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ডাকাতির অংশ গ্রহন করিয়াছেন । প্রদর্শন চিহ্ন ৩ হইতে দেখা যায় যে আসামী আব্দুর রহমান ওরফে বাচ্চু ৫.৫.৮২ ইং তারিখে ময়মনসিংহের ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ লোকমান মিয়ার নিকট উল্লেখিত ২৪.১.৮২ তারিখের ট্রেনে ডাকাতিতে সে এবং তাহার সহযোগীরা ডাকাতি করিয়াছে বলিয়া স্বীকারোক্তি করে। উক্ত স্বীকারোক্তি হইত দেখা যায় যে তাহার সংগ আসামী সুলতান, বাটুল খলিল, মজিদ, সহিদ ওরফে মুল মিয়া মুরশেদ হেলাল, জুলফু বাচ্চু বাবুর মুন্না, কামাল, রুহুল, মন্তাজ ও জামাল উক্ত ডাকাতি করিয়াছেন বলিয়া স্বীকারোক্তি করিয়াছে। প্রদর্শন চিহ্ন ৪ আসামী সুলতান কর্তৃক ৫.৫.৮২ ইং তারিখে ময়মনসিংহের ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ লোকমান মিয়ার নিকট দেওয়া স্বীকারোক্তি। উক্ত স্বীকারোক্তি হইতে দেখা যায় যে ২৪.১.৮২ ইং তারিখে সে ও তাহার সংগী আসামী বেচু মুরশেদ, ফটিক , ফুল মিয়া, জুলফিকার, বাবুল খলিল, রুহুল সর্বমোট ১৭ জন ২৪.১.৮২তারিখে সন্ধ্যা প্রায় ৭ টার সময় গফরগাঁও এবং ময়মনসিংহের মাঝামাঝি স্থানে একতা এক্সপ্রেস ট্রেনে ডাকাতি করিয়াছেন। নিদর্শন ৫ , আসামী বাচ্চু মিয়া কর্তৃক ৩.৩.৮২ ইং তারিখে ময়মনসিংহের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এ,কে দাসের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তি। উক্ত স্বীকারোক্তিতিতে আসামী বাচ্চু*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বলিয়াছে যে উল্লেখিত ২৪.১.৮২ তারিখে সে তাহার সংগিয় বেচু, মুন্তাজ, বাবুল, মালেক, কাদির, হেলাল গইল্যা প্রকৃতি অংশে গ্রহন করিয়াছেন। *স্বীকৃত মতে আসামীদের নিকট হইতে কোন মালামাল উদ্ধার করা হয় নাই। অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে আসামী খলিলুর রহমান, বাচ্চু মিয়া, সুলতান , আঃ রহমান ওরফে বেচু উল্লেখিত ২৪.১.৮২ ইং তারিখে একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় তাহারা ও তাহাদের অপর সংগীরা ডাকাতি করিয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছেন। ৪ জন আসামী কর্তৃক দোষ স্বীকারোক্তি মূলক বিবৃতি রেকর্ড কারী ম্যাজিস্ট্রেট সহ অন্যান্য সাক্ষীগন সরকার পক্ষের মোকদ্দমা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে সকল (পলাতক) আসামীর বিরুদ্ধে ট্রেন ডাকাতি অর্থাৎ বাঃদঃবিঃ আইনের ৩৯৫ ধারয় অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে ফলে আসামী বাঃ দঃ বিঃ আইনের ৩৯৫ ধারা মতে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বটে। যেহেতু দঃ বিঃ আইনের ৩৯৭ ধারার অভিযোগ সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা সন্তোষ জনক ভাবে প্রমাণিত হয় নাই। সেই হেতু দঃ বিঃ আইনের ৩৯৭ ধারা মতে আসামী শাস্তি না দেওয়া যুক্তি সংগত বলিয়া বিবেচিত হইল।* *অতএব আদেশ হইল যে,* *আসামী মজিদ পিতা মোঃ হোসনে সাং খিলগাঁও থানা জয়ধবপুর, জিলা ঢাকা ২। হেলাল পিতা- মৃতসরিপ সেখ সাং বালিপারা(বিয়ারা) থানা ত্রিশাল জিলা ময়মনসিংহ ৩। জুলফু পিতা জব্বার পিয়ন সাং ধলা থানা ত্রিশাল জিলা ময়মনসিংহ ৪। খলিলুর রহমান ওরফে খুইল্যা পিতামৃত তমিজ উদ্দিন সাং বেলদিয়া, থানা শ্রীপুর জিলা ঢাকা(গাজীপুর) ৫। রস্তম আলী পিতামৃত হানিফ আলী সাং বেলদিয়া থানা গফরগাঁও, জিলা- ময়মনসিংহ ৭। বাচ্চু মিয়া পিতা একিন আলী সাং জম্মজয় থানা গফরগাঁও জিলা- ময়মনসিংহ ৮। ফটিক ওরফে আঃ ছালাম পিতা ইছমাইল বেপারী সাং শিশুলিয়া থানা রূপগঞ্জ জিলা -ঢাকা ৯। সহিদুল ইসলাম ওরফে ফুল নবাব আলী ওরফে নায়েব আলী সাং আব্দুল্লাহপুর কোর্টবাড়ী থানা কেন্টমেন্ট জিলা-ঢাকা ১০। মুরশেদ পিতা আম্বর আলী সাং কাকতুয়া থানা মুরাদ নগর জিলা কুমিল্লা ১১। সুলতান পিতামৃত আব্দুল জব্বার সাং পচিলটিয়া থানা শ্রীপুর জিলা-ঢাকা(গাজীপুর) ১২। বেচু ওরফে আঃ রহমান পিতা আহসান আলী মুন্সী সাং ধলা থানা ত্রিশাল জিলা ময়মনসিংহ ১৩। বাবুল ওরফে সিরাজ উদ্দিন পিতা মফিজ উদ্দিন সাং রাঘাইচরি থানা গফরগাঁও জিলা- ময়মনসিংহ ১৪। মোঃ কামাল পিতামৃত আঃ জব্বার সাং পাচুলটিয়া থানা শ্রীপুর জিলা ঢাকা(গাজীপুর) ও ১৫। মোঃ রহুল আমিন ওরফে রুলি পিতা আব্দুল মোতালেব সাং কাওরাইদ থানা-শ্রীপুর জিলা ঢাকা(গাজীপুর) (সকলেই*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

পলাতক) এর প্রত্যেককে বাংলাদেশ দন্ডবিধি আইনের ৩৯৫ ধারার অপরাধে দোষি সাব্যস্থক্রমে ৫(পাঁচ) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১০০০/=(এক হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬(ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা গেল।

পলাতক আসামীদের বিরুদ্ধে উক্ত শাস্তি দন্ডাদেশ গ্রেপ্তারের দিন হইতে কার্য করি হইবে।

পলাতক আসামীদেরকে গ্রেপ্তার ক্রমে জেল হাজতে প্রেরনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অত্র রায়ের অনুলিপি জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ, ও পুলিশ সুপার, ময়মনসিংহের নিকট প্রেরণ করা হউক।

আমার কথিত মতে লিখা ও শুদ্ধ করা হইল।

স্বাক্ষর/ অস্পষ্ট
৫.৬.৮৮
(এ.কে,এম, আনোয়ার হোসেন)
সহকারী দায়রা জজ,১ম আদালত
ময়মনসিংহ।

স্বাক্ষর/ অস্পষ্ট
৫.৬.৮৮
(এ.কে,এম, আনোয়ার হোসেন)
সহকারী দায়রা জজ,১ম আদালত
ময়মনসিংহ।

নথি দৃষ্টে প্রতীয়মান যে, অত্র আপীলকারীত্রয় সাজা প্রদানের দিন তথা বিগত ইংরেজী ০৫.০৬.১৯৮৮ তারিখ থেকে জেল হাজতে। অত্র আপীলকারীত্রয় অত্র আপীলটি দায়েরের পর জামিনের জন্য কোন দরখাস্ত অত্র আদালতে দাখিল করেন নাই। যেহেতু আপীলকারীত্রয় অত্র বিভাগ হতে কখনও জামিন পান নাই সেহেতু এটি প্রতীয়মান যে, বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাজা আপীলকারীত্রয় ইতিমধ্যে ভোগ করে ফেলেছেন। ফলে অত্র ফৌজদারী আপীলটি অকার্যকর (Infractuous)।

অতএব, আদেশ হয় যে, ফৌজদারী আপীলটি অকার্যকর (Infractuous) হেতু খারিজ করা হলো।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)